গাংনীর কাষ্টদহে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘরে উঠতে পারেনি ভূমিহীন তিন নারী

প্রভাবশালীদের মামলা জটিলতায় গাংনীর কাষ্টদহ গ্রামের ভূমিহীন তিন নারীর নামে বরাদ্দ দেয়া প্রধানমন্ত্রীর উপহারের তিনটি ঘর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হলেও ঘরে উঠতে পারেনি ওই তিন নারী।

উপজেলার কাষ্টদহ গ্রামের ইসরাফ আলীর মেয়ে জরিনা ও আঙ্গুরা এবং একই গ্রামের পন্ডিত দাসের স্ত্রী লক্ষি দাসের নামে খাস জমিসহ তিনটি ঘর বরাদ্দের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

স্থানীয় প্রভাবশালীদের মামলার জটে পড়ে ঘর তিনটির সিংহভাগ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবার পর আর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি উপজেলা প্রশাসন। তবে প্রশাসন বলছে, শীঘ্রই মামলাটি নিষ্পত্তি করে শতভাগ নির্মাণ কাজ করে সংশ্লিষ্ট পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ষোলটাকা গ্রামের হবিবর রহমানের ছেলে আতিয়ার রহমান, মোখলেছুর রহমান ও আনিছুর রহমান এবং মতিয়ার রহমানের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান ও রিফাত আলী বাদী হয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রধান বিবাদী করে চার জনের নামে মোকাম গাংনী সহকারী জজ আদালত বরাবর একটি মামলা দায়ের করেন যার নং- দেং ৫৭/২০২১। মামলার আর্জিতে জমিটি খাস নয় এবং কাস্টদহ মৌজার সিএস ১৮৯ দাগের অর্ন্তভুক্ত।

ঘর নির্মাণ কাজ শুরুর সময় তারা কোন আপত্তি না জানালেও নির্মাণ কাজের শেষ সময়ে ওই জমিটির উপর মামলা দেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশেই ওই জমির উপরে নির্মান কাজ স্থগিত করেছেন উপজেলা প্রশাসন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, আদালতের নিষেধাজ্ঞা ও মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় ওই জমিতে নির্মানাধিন ঘরের বাকি কাজ সমাপ্ত করণ ছাড়াও মাটি ভরাট করা সম্ভব হচ্ছে না। শীঘ্র মামলাটি নিষ্পত্তি করণ শেষে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে ঘর বুঝিয়ে দেয়া হবে।

গাংনীতে তৃণমূল মহিলা কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন, জাতীর জনকের কন্য এই দেশটাকে একটি উন্নয়নের যায়গায় নিয়ে গেছেন।প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে গেছে। বাড়ির পাশেই বয়ে গেছে পাকা রাস্তা। নারী পুরুষরা আজ কর্মমুখি হয়েছেন। মানুষ এখন একটি সুখময় পরিস্থিতিতে বসবাস করছেন। শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ আজ অর্থনীতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এক সময় ছিল পুরুষ শাসিত সমাজ।এখন পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভেদাভেদ নেই। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পরে পুরুষের পাশাপাশি আজ নারীরা সমান ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তৃণমূল মহিলা সমাবেশ উপলক্ষে আয়োজিত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তৃণমূল মহিলা সমাবেশ উপলক্ষে গাংনী উপজেলা আ ওয়ামী লীগের উদ্যোগে এ কর্মী সমাবেশ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে গতকাল শুক্রবার বিকালে অনুষ্ঠিত হয়।

এ কর্মী সমাবেশে সভাপতিত্বে করেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম ও

মনিরুজ্জামান মাষ্টার,
জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নুরজাহান বেগম।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এমপি পত্নী লাইলা আরজুমান বানু শিলা, গাংনী উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনা, গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্য

[redacted]

[redacted]

গাংনীর কল্যাণপুরে অগ্নিকান্ড ! ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের কল্যাণপুর গ্রামে মধ্যরাতে অগ্নিকান্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২ টার পর এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২ টি পরিবারের প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে বলে ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে।

কল্যাণপুর মন্ডলপাড়ার ভুক্তভোগী সফেতুল্লাহ জানান, রাত ৩ টার দিকে আমরা আগুন দেখতে পায়। এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমার বাড়ির রান্না ঘর ও পাশের বাড়ির মহসিন আলীর রান্না ঘরসহ টিন, কাঠ, পাট খড়ির পালা, কয়েকটি ব্যারেল, হাঁড়িপাতিলসহ রান্না ঘরের অন্যান্য সরন্জাম ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, রান্না ঘরের চুলা থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটতে পারে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য কাওসার আলী জানান, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শুনে দ্রুত গতিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্হানীয় দের সঙ্গে নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না হওয়ায় তাৎক্ষণিক ভাবে নিকটস্থ বামুন্দী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। আগুনের তীব্রতা অনেক বেশি থাকায় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পূর্বেই সকল কিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দু’টি পরিবারের প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে বলে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান।

বামুন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা ইসাহাক আলী জানান, আমরা উপস্থিত হবার পূর্বেই সকল কিছু পুড়ে ছায় হয়ে গেছে।

তেঁতুল বাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

হরিণাকুণ্ডুতে ভাঙাচোরা সেতুতে দুর্ভোগে জনগণ

বছর খানেক আগে ভেঙে গেছে জোড়াদহ কলেজের সামনের সেতুটি। ভাঙাচোরা সেতুটি সংস্কার না করায় দুর্ভোগে পড়েছেন ওই কলেজের শিক্ষার্থী ও এলাকার বাসিন্দারা। বন্ধ হয়ে গেছে ছোটবড় যান চলাচলও। এ অবস্থায় মাইলের পর মাইল হেঁটে কলেজে যেতে শিক্ষার্থীদের কষ্টের যেন শেষ নেই। দুর্ভোগ বেড়েছে অসুস্থ রোগীসহ সাধারণ পথচারীদেরও।

সংস্কারের অভাবে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার জোড়াদহ কলেজের সামনে সাধুহাটি-তৈলটুপি সড়কের ওপর সেতুটির অবস্থান। উপজেলা ও জেলা শহরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র এ সড়কটিতে তিন ইউনিয়নের অন্তত ৩০ হাজার মানুষের চলাচল। সেতু দিয়ে কুষ্টিয়া জেলার সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা হয়। গুরুত্বপূর্ণ এ সড়কের ওপর ভাঙা সেতুর কারণে ভোগান্তিতে পড়েছে শত শত মানুষ। প্রতিদিন ছোটবড় দুর্ঘটনাও যেন এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। গত বছরের শুরুতেই সেতুটির একপাশের পাটাতন ভেঙে পড়ে যায় খালে। ভেঙে গেছে এক পাশের রেলিং। ঝুঁকি এড়াতে স্থানীয়রা ইটের খোয়া দিয়ে ভাঙা পাটাতন ভরাট করলেও তা কাজে আসছে না

উপজেলা এলজিউডি সূত্রে জানা গেছে, ৬০-৬৫ বছর আগে সেতুটি নির্মাণ করা হয়। এরপর আর সংস্কার হয়নি। বিভিন্ন সময় এলাকাবাসী খোয়া ও বাঁশ দিয়ে সেতুটি কোনোরকমে চলাচলের উপযোগী করে। তবে এবার সেতুটির পাটাতন ভেঙে খালে পড়ে যাওয়ায় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

জোড়াদহ কলেজের শিক্ষার্থী নাঈম হোসেন বলেন, ভেড়াখালি গ্রাম থেকে কলেজের দূরত্ব তিন কিলোমিটার। আগে ভ্যানরিকশায় কলেজে যাতায়াত করতাম। সেতু ভেঙে পড়ার কারণে সেখানে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে হেঁটে কলেজে যেতে হয়। এতে প্রায়ই শিক্ষার্থীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কলেজটির অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম জানান, সেতু ভেঙে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। এ বিষয়ে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সংশ্নিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনেকবার বলা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ দ্রুত সেতু মেরামতের আশ্বাস দিলেও কাজ হচ্ছে না।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, এ বিষয়ে এলজিইডির সঙ্গে কথা হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সেতুটি পুনর্নির্মাণ হবে।

এলজিইডির ভারপ্রাপ্ত উপজেলা প্রকৌশলী সাব্বিরুল ইসলাম বলেন, ১৮ মিটার এই ভাঙা সেতুটির পুনর্নির্মাণের জন্য বিশ্বব্যাংক ও জিওবির অর্থায়নে এলজিইডির সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস প্রকল্পে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। দ্রুত সেতু পুনর্নির্মাণ হবে বলে আশা করছি।

আমঝুপি সোনালী ব্যাংকের বার্ষিক প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি সোনালী ব্যাংক শাখারে উদ্যোগে বার্ষিক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। আজ শুক্রবার আমঝুপি নীলকুঠি চত্বরে এ প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয়।

আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন চুন্নুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত চুয়াডাঙ্গা সোনালী ব্যাংক প্রিন্সিপাল শাখার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোঃ নাজমুল হক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এজিএম আবু জাফর সাদেক, এসপিও মোঃ সামসুজ্জামান।

আমঝুপি সোনালী ব্যাংক শাখার ম্যানেজার মোঃ জহিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি বাজার কমিটির সভাপতি আফ্সারুল হক হিরো, আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামিলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার ছাদা এবং মোঃ শফিকুল ইসলাম, আতিয়ার রহমান বিশু, মোঃ সোহেল রানা, মোঃ শাহিন আলী, মোঃ আরিফুল ইসলাম, মোঃ শহিদুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল কাদের, খলিলুর রহমান জোয়াদ্দার, গিয়াস উদ্দীন চানা, সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

দুই সপ্তাহের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

করোনা সংক্রমণ রোধে আগামি দুই সপ্তাহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

শুক্রবার (২১ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

আজ ২১ জানুয়ারি থেকে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সব স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে। দুই সপ্তাহ পর করোনা সংক্রমণের পরিস্থিতি বুঝে আবার নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

করোনা সংক্রমণের কারণে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। করোনা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলে দীর্ঘ ১৮ মাস পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা এবিএম খুরশিদ আলমসহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা পৌরসভার আলোচিত পলাশের তদন্তে দুদক

পৌরসভার ট্যাক্সের অর্থ আত্মসাৎ, ব্যাংক চেকে মেয়র ও প্রকৌশলীর স্বাক্ষর জাল করে টাকা উত্তোলন, আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা না

দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসায় খাটানো, বৈদ্যুতিক মালামালের টেন্ডার করে মালামাল ছাড়া অর্থ পরিশোধসহ বিভিন্ন অভিযোগে বরখাস্ত হয়েছিলেন দর্শনা পৌরসভার আলোচিত হিসাবরক্ষক সৈয়দ রুমি আলম ওরফে পলাশ।

চেক জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাতকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করে পদ অবনমনের মাধ্যমে ক্যাশিয়ার পদে যোগদান করেও শেষ পর্যন্ত রেহায় পাচ্ছেননা। তার অসংখ্য দুর্নীতি তদন্তে এবার মাঠে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল বুধবার দুপুরে দুদুকের একটি তদন্ত দল দর্শনা পৌরসভা, ব্যাংক, রাস্তা নির্মাণ, পুকুর চুরি করা দক্ষিণ চাঁদপুরসহ বিভিন স্থান পরিদর্শন করেছে বলে জানা গেছে।

গত ২০২০ সালের ৩০ আগস্ট তার বিরুদ্ধে বছরের পর বছর পৌরসভার ট্যাক্সের অর্থ আত্মসাৎ, ব্যাংক চেকে মেয়র ও প্রকৌশলীর স্বাক্ষর জাল করে টাকা উত্তোলন, আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা না দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসায় খাটানো, বৈদ্যুতিক মালামালের টেন্ডার করে মালামাল ছাড়াই অর্থ পরিশোধসহ বিভিন্ন অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছিল। অভিযোগ তদন্তের জন্য পৌরসভার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সমম্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কঠোর গোপনীয়তার মাধ্যম ওই তদন্ত কমিটি তাদের তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেও তদন্ত কি ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তা আজও প্রকাশ করা হয়নি। তবে তদন্ত প্রমাণিত মেয়র ও প্রকৌশলীর স্বাক্ষর জাল করে আত্মসাতকৃত ১৭ লাখ ৫২ হাজার টাকা পৌরসভার ফান্ড ফেরত প্রদান করে পদ অবনমনের মাধ্যমে ক্যাশিয়ার পদ গত বছরের ১৭ নভেম্বর আবারো যোগদান করেন পলাশ।

তবে সামান্য একজন পৌর কর্মচারী কিভাবে গড়ে তুলেছিল জ্বালানী খড়ির আড়ৎ, ইটভাটার ব্যবসা, নদীর ওপার জমি ক্রয়সহ তার সম্পদের কোন তদন্ত হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, এ সবই হয়েছে পৌরসভার টাকায়। সময়মত ট্যাক্সসহ অন্যান্য টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে নিজ ব্যবহার করতেন। ফলে পৌর কর্মচারীদের বছরের পর বছর বেতন হতোনা। সেই সাথে তার জন্য শাপেবর হয় দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভার সচিব ও প্রকৌশলীর মতো গুরুত্বপূর্ণপদ দুটি বছরের পর বছর খালি থাকা। ফলে সে একই সঙ্গে সচিবের দায়িত্ব পালন করায় দেখার কেউ ছিলনা। তার বিরুদ্ধে শুধু পৌরসভার বিভিন্ন ট্যাক্সের টাকায় নয়, সেই সাথে পৌর কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকাও পকেটস্থ করার অভিযোগ রয়েছে।

এমনকি মারা যাওয়া কর্মচারীদের জন্য দেওয়া সাহায্যর টাকাও হতভাগ্যদের না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

জানা গেছ, গতকাল দুপুর হঠাৎ করেই দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) একটি টিমের দর্শনা পৌরসভায় আবির্ভাব ঘটে। তারা এসেই সাবেক হিসাব রক্ষক সৈয়দ রুমি আলম ওরফে পলাশের দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট চেয়ে বসে। পৌরসভার সচিবের দায়িত্ব থাকা বর্তমান সহকারী প্রকৌশলী ঢাকাতে প্রশিক্ষণ থাকায় বিপত্তি বাঁধে। পৌর বাজার থেকে তালা- চাবি মেরামতের মিস্ত্রি এনে আলমারীর তালা ভেঙ্গে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়। পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বাইরে অবস্থান করায় তারা তদন্তের প্রয়োজনে আবারো আসবে বলে জানা গেছে। এদিকে দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তর সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্টরা যেমন দুঃশ্চিন্তায় পড়েছে তেমন সচেতনমহল স্বস্তি প্রকাশ করেছে। কারন দুর্নীতি আর চাটুকারদের কবলে পড়ে ৩২ বছর বয়সী দর্শনা পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম বর্তমানে মুখ থুবড়ে পড়েছে। বর্তমান সরকার সারাদেশে উন্নয়নের মডেল সৃষ্টি করলেও দর্শনা পৌরসভা যেন পিছনের দিকে হাঁটছে। বর্তমান পৌরসভার কর্মচারীদের ৩ মাসের বেতন বাকীসহ বিবিধ সমস্যা ক্রমশঃ প্রকট হচ্ছে।

এদিকে সৈয়দ রুমি আলম ওরফে পলাশের বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসছে নানা প্রতারণার অভিযোগ। দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মাঝপাড়ার মৃত কালাচাঁদ মন্ডলের ছেলে ইটভাটা ব্যবসায়ী সুপার ব্রীক্সের সত্বাধীকারী ফরমান মিয়ার নীজ নামীয় যমুনা ও অগ্রনী ব্যাংকের চেক বই চুরি করে নেয় বলে অভিযোগে জানান। ওই দুটি চেক বই হতে দুটি পাতায় জাল স্বাক্ষর করে তার নামে চুয়াডাঙ্গা আদালতে ৪৪ লক্ষ টাকা পাওনার অভিযোগ তুলে একটি মামলা দায়ের করেছে।

কোর্টচাঁদপুরে স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীদের

নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা !

করোনা মহামারীর নতুন ভেরিয়েন্ট ওমিক্রন বেড়ে গেলেও স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরুত্ব উপেক্ষা করে ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় ঝিনাইদহ জেলা ক্রীড়া অফিস আয়োজন করলো অ্যাথলেটিক্স ও গ্রামীণ খেলাধুলা প্রতিযোগিতা।

বুধবার সকালে কোটচাঁদপুর উপজেলার জালালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে ঝিনাইদহ জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীরা ২২ টি ইভেন্টে অংশ গ্রহন করে। যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সহ অতিথি ও আগত দর্শনার্থীদের মাঝে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরুত্বর কোন বালাই ছিল না।

মহামারী করোনায় কমলমতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে এমন আয়োজনে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকসহ এলাকার সূধীজন। করোনা মহামারি থেকে সুরক্ষা দিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে সরকার নীতিমালা আরোপ করেছেন। এখনো পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীদের কে টিকার আওতায় আনতে পারেনি স্বাস্থ্য বিভাগ। সেখানে জেলা ক্রীড়া অফিস কিভাবে সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে এমন আয়োজন করলো? এমন প্রশ্ন সচেতন মহলে।

অ্যাথলেটিক্স ও গ্রামীণ খেলাধুলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, নির্দেশনার পূর্বেই আয়োজনের শিডিউল ছিল। যার ফলে জেলা ক্রীড়া অফিস এমন আয়োজন করেছে। তবে এ ধরনের আয়োজন আর হবে না।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রতিযোগিতার আয়োজক জেলা ক্রীড়া অফিসার মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন, যারা খেলা ধুলা করে মূলত এদের ইউনিটি পাওয়ার অনেক বেশি। বর্তমানে যে পরিস্থিতি, এর আগেই অ্যারেজমন্টে করা। খেলা ধুলার কোন বিধি নিষেধ নেই। তবে স্বাস্থ্যবিধি মানতে বলা হয়েছে, কিন্তু বাচ্চারা মানে নাই।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]